রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

৬২

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৭, ২০০৪

[৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১লা চৈত্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ/১৫ই মার্চ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৭৪-আইন/২০০৪।—Bangladesh Krira Shikkha Protishtan Ordinance, 1983 (Ordinance No. LVIII of 1983) এর section 14 এর Sub-Section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা প্রবিধানমালা, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বিকেএসপি'র প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাধারণ চিকিৎসা প্রদান, রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতির জন্য পরামর্শ প্রদান, চিকিৎসায় বিকেএসপি ও অভিভাবকের ব্যয়ভারের মাত্রা, বিকেএসপি'র চিকিৎসা কেন্দ্রের বাহিরে চিকিৎসা, প্রশিক্ষণার্থীদের চিকিৎসা ফিস নির্ধারণ এবং মওকুফকরণ বিষয়ে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "অভিভাবক" বলিতে বিকেএসপি'তে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীর আইনগত অভিভাবককে বুঝাইবে ;

(খ) "কর্মকর্তা ও কর্মচারী" বলিতে বিকেএসপি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুঝাইবে ;

(গ) "চিকিৎসা কেন্দ্র" বলিতে বিকেএসপি'র চিকিৎসা কেন্দ্রকে বুঝাইবে ;

(ঘ) "নির্ধারিত" অর্থ বিকেএসপি কর্তৃক নির্ধারিত ;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

CamScanner

(ঙ) "প্রশিক্ষণার্থী" বলিতে বিকেএসপি'তে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীকে বুঝাইবে

(চ) "বিকেএসপি" অর্থ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

(ছ) "মহাপরিচালক" অর্থ বিকেএসপি'র মহাপরিচালক।

৩। সাধারণ নীতিমালা।—(১) চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা বিষয়ক নিম্নলিখিত ভৌত সুবিধাদি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) এক্সরে, ইসিজি ;

(খ) বিভিন্ন ধরণের রুটিন চেক-আপ ;

(গ) প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ;

(ঘ) ৬ (ছয়) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ;

(ঙ) এ্যাম্বুলেন্স ; ও

(চ) ফিজিওথেরাপী ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, চিকিৎসা বিষয়ক ভৌত সুবিধা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) ভর্তির সময় প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন সাধারণ রোগ প্রতিরোধের টিকা গ্রহণের প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) চিকিৎসা ফিস, ইত্যাদি।—(১) চিকিৎসা বাবদ প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হইতে বার্ষিক ৩০০ (তিনশত) টাকা চিকিৎসা ফিস গ্রহণ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিকেএসপি, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যম চিকিৎসা ফিস পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বিকেএসপি কর্তৃক হেলথ কার্ড প্রদান করা হইবে।

(৫) হেলথ কার্ড ব্যতীত প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হইবে না।

৪। চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী ও অন্যান্য ব্যবস্থা।—(১) চিকিৎসা কেন্দ্রের জরুরী বিভাগ ২৪ ঘন্টা খোলা থাকিবে।

(২) প্রশিক্ষণ চলাকালীন একজন চিকিৎসক ও একজন চিকিৎসা সহকারীকে চিকিৎসা কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(৩) চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী ও চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্মচারীগণকে অফিস চলাকালীন এবং নির্ধারিত অন্যান্য সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(৪) চিকিৎসকগণ জরুরী সময়ে (on call) এ চিকিৎসা প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-প্রবিধান (১)-(৪) এ যাহাই বলা থাকুক না কেন চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্মচারীগণ নির্ধারিত রোস্টার অনুযায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে ও মাঠে চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করিবেন।

৬। জাতীয় দল, আঞ্চলিক দল এবং বিদেশী দলকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।—(১) বিকেএসপি'তে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন গ্রহণের জন্য আগত জাতীয় দল, আঞ্চলিক দল এবং বিদেশী দলের প্রশিক্ষণার্থীদের বিকেএসপি'র চিকিৎসকগণ সম্মানীর বিনিময়ে চিকিৎসা প্রদান করিবেন।

CamScanner

(২) বহিরাগত প্রশিক্ষণার্থীদের চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে কোন প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বহিরাগত প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে চিকিৎসা কেন্দ্রে এক্সরে ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

৭। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।—(১) বিকেএসপি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অফিস চলাকালীন চিকিৎসা কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে কোন প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হইবে নাঃ

তবে শর্ত শর্ত থাকে যে, নির্ধারত মূল্যের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ মূল্য প্রদান সাপেক্ষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা কেন্দ্রে এক্সরে ও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

৮। প্রশিক্ষণার্থীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার, ইত্যাদি।—(১) বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদির আওতায় প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে খেলাধূলায় আহত এবং সাধারণ রোগে আক্রান্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিকেএসপি'র নিজস্ব ব্যয়ে চিকিৎসা প্রদান করা হইবে।

(২) বিকেএসপি'র চিকিৎসক ব্যতীত দেশের বা বিদেশের কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিশেষ ধরণের চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে উক্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার অভিভাবককে বহন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে আনুসংগিক প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যয়ভার এবং দেশের অভ্যন্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনের খরচ বিকেএসপি বহন করিবে।

(৩) কোন প্রশিক্ষণার্থী বিকেএসপি'তে অনুশীলনরত অবস্থায় বা বিকেএসপি'র পক্ষে কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বা বিকেএসপি পরিচালিত বা বিকেএসপি'র অনুমোদনক্রমে কোন খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া আহত হইলে সেইক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা চিকিৎসা ব্যয় বিকেএসপি বহন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ বা প্রতিভাবান কোন খেলোয়াড়ের জন্য উক্ত চিকিৎসা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণের উর্ধ্বে কোন চিকিৎসা ব্যয় হইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ব্যয় অভিভাবককে বহন করিতে হইবে।

(৫) বিকেএসপি'র চিকিৎসকগণ, সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে, কোন প্রশিক্ষণার্থীকে দেশের অভ্যন্তরের কোন হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ (reffer) করিলে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ব্যয় বিকেএসপি বহন করিবে।

(৬) অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে, জরুরী প্রয়োজনে, কোন প্রশিক্ষণার্থীকে দেশের অভ্যন্তরের কোন হাসপাতালে বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যয় বিকেএসপি হইতে বহন করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিভাবককে, পরবর্তীতে হিসাবান্তে, উক্ত ব্যয় পরিশোধ করিতে হইবে, অন্যথায় প্রশিক্ষণার্থীর জামানত হইতে উক্ত অর্থ কর্তন করা হইবে।

(৭) কোন প্রশিক্ষণার্থী বংশানুক্রমিক দূরারোগ্য ব্যাধি, সংক্রামক ব্যাধি, ক্যান্সার, হেপাটাইটিস ও যক্ষ্মাসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসকগণ তাহার প্রাথমিক ও দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসা করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হইবার পর পরবর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী আরোগ্য লাভ না করিলে তাহাকে বিকেএসপি হইতে প্রত্যাহার করা হইবে।

(৮) কুক, মশালচী এবং মেস ওয়েটারগণকে প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদপত্র মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৯। চিকিৎসা ব্যয় ও চিকিৎসা ফিস মওকুফ সংক্রান্ত কমিটি।—(১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী কোন প্রশিক্ষণার্থী, অভিভাবকের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে, চিকিৎসা ব্যয় ও চিকিৎসা ফিস মওকুফের জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সুপারিশ প্রদানের জন্য মহাপরিচালক নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠন করিয়া দিবেন, যথাঃ—

(১)	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	..	সভাপতি
(২)	অধ্যক্ষ, ক্রীড়া কলেজ	..	সদস্য
(৩)	মেডিক্যাল অফিসার (সংশ্লিষ্ট)	..	ঐ
(৪)	চীফ কোচ/সিনিয়র কোচ (সংশ্লিষ্ট)	..	ঐ
(৫)	ক্রীড়া বিজ্ঞানী (সংশ্লিষ্ট)	..	ঐ
(৬)	হাউজ টিউটর (সংশ্লিষ্ট)	..	ঐ

(৩) কমিটি, প্রার্থিত আবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া, চিকিৎসা ব্যয় ও চিকিৎসা ফিস আংশিক বা সম্পূর্ণ মওকুফের জন্য মহাপরিচালক বরাবরে সুপারিশ পেশ করিবে।

(৪) কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক চিকিৎসা ব্যয় ও চিকিৎসা ফিস মওকুফ করিতে পারিবেন।

(৫) কমিটি, উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত সুপারিশ ছাড়াও, বিকেএসপি'র চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে মহাপরিচালক-এর নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলী মন্ডল, এনডিসি
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মহাপরিচালক
বিকেএসপি
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

CamScanner